সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ দম্পত্তির আয়কর নথি জব্দ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এটিএম বিভাগের কার্টোগ্রাফার মো. আব্দুস সোবহানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (২০ এপ্রিল) দুর্নীতি দমন কমিশনের পৃথক তিনটি আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেন।

সাবেক সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম। এছাড়া আব্দুস সোবহানের আয়কর নথি জব্দের আবেদন করেন সহকারী পরিচালক মো. মাহবুব মোর্শেদ।

ফরহাদ হোসেনের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, আসামির বিরুদ্ধে অসাধু উপায়ে অর্জিত এবং অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ স্বার্থে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য সরকারের দায়িত্বশীল পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এক কোটি ১১ লাখ ৮৬ হাজার ২৫২ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রাখার অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া তার নিজ নামে ১২টি ব্যাংক হিসাবে মোট জমার পরিমাণ ৬ কোটি ৫৪ লাখ ৫৬ হাজার ৪৭১ টাকা ও মোট উত্তোলনের পরিমাণ ৬ কোটি ৩৫ লাখ ৬৮ হাজার ৯৯৬ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

এসব অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তার মূল আয়কর নথির স্থায়ী অংশ ও বিবিধ অংশসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় রেকর্ডপত্র/তথ্যাদি জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।

ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী মোনালিসা ইসলামের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, তাদের বিরুদ্ধে একে অপরের সহযোগিতায় অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ

স্বার্থে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য তার স্বামী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রভাব ও আর্থিক সহায়তায় জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৯৪ কোটি ৫ লাখ ৯৩২ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রাখার অভিযোগ রয়েছে।

এ অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এবং দণ্ডবিধি শাস্তিযোগ্য অপরাধে মামলা করা হয়। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামি সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের নামীয় মূল আয়কর নথির স্থায়ী অংশ ও বিবিধ অংশসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় রেকর্ডপত্র/তথ্যাদি জব্দ করা প্রয়োজন।

আব্দুস সোবহানের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত এক কোটি ১০ লাখ ২৪০ টাকা ৮৯ পয়সা মূল্যের সম্পদ অর্জন করে তা দখলে রাখা এবং ৫৯ লাখ ৯০ হাজার ১৫৫ টাকা ৮৯ পয়সা মূল্যের সম্পদের তথ্য অসৎ উদ্দেশ্যে গোপন করার অভিযগে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মো. আব্দুস সোবহানের নামে পরিচালিত আয়কর নথি জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।

সূত্র: কালবেলা।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসাকে তিন দিনের রিমান্ড

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসাকে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুরের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার দুটির একটি গ্রেপ্তার ও একটিতে তিন দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে আদালত।

সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সদর আমলি আদালতের হাকিম শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মামলায় ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি)

সন্ধ্যায় ঢাকার ইস্কাটনের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত মামলাটিতে মোনালিসার ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পলি খাতুন নামের এক নারীর দায়েরকৃত মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক, কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা ২৬৩/২৪ নম্বর মামলার ১২ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। এ ছাড়াও পলি খাতুন নামে এক নারীর ৫ আগস্ট দায়ের করা একটি জিআর মামলার মামলার প্রধান আসামি মোনালিসা। মামলা নম্বর জিআর ৩৮৭/২৪।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই গ্রেপ্তার

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়ের করা একটি চেক ডিজঅনার মামলায় জামিন আদালতে হাজিরা দিতে এসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়েরকৃত সন্ত্রাস বিরোধ আইনের একটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

মঙ্গলবার ৭ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল মৃদুল কে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করে।

বিস্তারিত আসছে..

ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী মন্ত্রী পত্নী মোনালিসা, কিনেছেন কানাডায় বাড়ি

অডিও ক্লিপ ভাইরাল : পর্ব—১

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী মোনালিসা গত ১০ বছরে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বলে খোদ স্বীকার করেছেন তার ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল। গতকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি অডিও ক্লিপে এ তথ্য দিয়েছেন তিনি। অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন মন্ত্রী পত্নী মোনালিসা হোসেনকে। মন্ত্রী দম্পত্তি গত ১০ বছরে মেহেরপুরের অনলাইন ক্যাসিনো থেকে শুরু করে এমন কোন খাত নেই যেখানে দুনীর্তি করেননি। আর এসকল কর্মকাণ্ড করে গড়েছেন বিপুল সম্পদের মালিক। কানাডায় বাড়ি কিনেছেন বলে এতদিন ধরে যে খবর রটেছিলো সেই খবরের সত্যতা স্বীকার করলেন তারই ছোট ভাই মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল। শুধু কানাডায়ই না বিভিন্ন যায়গায় বাড়ি কিনেছেন বলে স্বীকার করেছেন। তবে অডিও ক্লিপে অপর প্রান্তে কে কথা বলছেন তা জানা যায়নি। হতে পারে কোন গোয়েন্দা কর্মকর্তা অথবা সাংবাদিক।

অডিও ক্লিপে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলূ, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন, আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন এরা সকলেই অনলাইন ক্যাসিনোর সাথে জড়িত ছিলেন। অনলাইন ক্যাসিনোর এজেন্টরা মৃদুল, বাঁধন, খোকন ও মোনালিসা সাথে সখ্যতা তৈরি করে মেহেরপুরকে অনলাইন ক্যাসিনোর স্বর্গরাজ্যতে পরিণত করেছিলেন, যার প্রভাব এখনো বিদ্যামান। মন্ত্রী দম্পত্তির সুপারিশে অনলাইন জুয়ার মূল হোতারা সবসময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যায়।

২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন নিয়ে আসেন মেহেরপুরে। বসন্তের কোকিল হয়ে প্রবেশ করেন আওয়ামী লীগের

রাজনীতিতে। একতরফা ওই নির্বাচনে মেহেরপুর—১ আসনে জয়ী হয়ে পরের বছর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ পেয়ে যান। এরপর ধীরে ধীরে মেহেরপুরে দলীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে উন্নয়ন প্রকল্পের ঠিকাদারি পর্যন্ত সবই চলে যায় ফরহাদ হোসেনের পরিবারের দখলে।

আওয়ামী লীগের নেতা—কর্মীরা বলছেন, পরিবারের সদস্য, স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের দলীয় বিভিন্ন পদে বসিয়েছেন সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন (দোদুল)। তাঁদের অনেককে জনপ্রতিনিধিও বানিয়েছেন। তাঁদের দিয়েই জেলার ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। বিপরীতে কোণঠাসা করেছেন দলের ত্যাগী নেতাদের। তাঁর বিপক্ষে গেলে দলীয় নেতা—কর্মীদের নানাভাবে নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। ফরহাদের ভাই ও ভগ্নিপতির দাপটে দলীয় নেতা—কর্মী ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা তটস্থ থাকতেন।

কলেজশিক্ষক থেকে মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি। তবে সংসদ সদস্য (এমপি) হওয়ার আগপর্যন্ত দলে কোনো পদ ছিল না ফরহাদের। এলাকায় সজ্জন হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের চাচাতো বোন সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে বিয়ে করেন। ২০১৪ সালে মেহেরপুর—১ আসনের এমপি হওয়ার পর ২০১৫ সালের অক্টোবরে সরাসরি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বনে যান। সবশেষ ২০২২ সালেও দলের সম্মেলনে তিনি একই পদ পান। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান ফরহাদ হোসেন। সর্বশেষ ২০২৪ সালে তৃতীয়বারের মতো এমপি হয়ে এক মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে ছিলেন ফরহাদ হোসেন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় মেহেরপুরে সাবেক এই মন্ত্রীর বাসভবনের সামনের গাড়ি রাখার টিনের ছাউনি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ফরহাদ হোসেনের ‘ব্যক্তিগত কার্যালয়ে’ ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে শহরের বড়বাজার সড়কে পৌর কমিউনিটি হলের সামনে ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেনের বাণিজ্যিক তিনতলা ভবনের নিচতলার একটি দোকান পুড়িয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর আদাবর থানার পোশাককর্মী রুবেল হত্যা মামলায় গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে ফরহাদ হোসেনকে রাজধানীর ইস্কাটন থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। বর্তমানে তিনি কারাগারে।

ফরহাদ হোসেন এমপি হওয়ার আগ পর্যন্ত এলাকার মানুষ প্যারাসিটামল বিক্রেতা হিসেবে চিনত সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে। পৌরসভার পাশে ছোট একটি ফার্মেসীর দোকান ছিল তার। ভাই ২০১৪ সালে এমপি হওয়ার পরপরই তিনি ঠিকাদারি ব্যবসায় যুক্ত হন। প্রভাব বিস্তার করে দরপত্র বাগিয়ে নিতেন। এরপর তিনি পৌরসভা কমিউনিটির সামনে বড় বাজার সড়কের পাশে ৬ কাটা জমি কিনে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করেন।

মেহেরপুরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উন্নয়নকাজের ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করতেন ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস ও ভাই সরফরাজ হোসেন। মূলত অন্যদের প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ নিয়ে বাবলু বিশ্বাস তা নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারেরা।

গত বছরের ২০ অক্টোবর সরফরাজ হোসেনের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক প্রত্যাখ্যানের (ডিজঅনার) মামলা করেছেন দেবাশীষ বাগচি নামের এক ব্যক্তি। একসময় তিনি সরফরাজের ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। তিনি বলেন, ২০১৫ সাল থেকে তিনি সরফরাজের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫টি দরপত্র তিনি প্রভাব খাটিয়ে বাগিয়ে নেন। এর আনুমানিক মূল্য ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালে জানুয়ারিতে সরফরাজ হঠাৎ কিছু না বলে তাঁকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেন। পাওয়া টাকা চাইলে পুলিশ দিয়ে হয়রানি শুরু করেন। একপর্যায়ে পাওনা টাকা বাবদ গত বছরের ১২ জুলাই ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক দেন। কিন্তু পরে দেখা গেছে, ব্যাংক হিসাবে কোনো টাকা নেই। পরে আদালতে মামলা করেন।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা ও বালক উচ্চবিদ্যালয়ে দুটি ছয়তলাবিশিষ্ট একাডেমি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। প্রতিটি ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ছয় কোটি টাকা। বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের ঠিকাদার বাবলু বিশ্বাস, বালক বিদ্যালয়টির ঠিকাদার সরফরাজ হোসেন। পাশাপাশি অবস্থিত বিদ্যালয় দুটির শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকেদের অভিযোগ, তাঁরা বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখল করে ভবন নির্মাণের সামগ্রী রেখেছিলেন। বালক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ফজলুল হক বলেন, ‘একাডেমি ভবন নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সদ্য সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস। তাঁকে মাঠ পরিষ্কার রাখতে নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নিতে বলার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।’

অডিও ক্লিপে আওয়ামী লীগ নেতাদের মামলা থেকে মুক্তি দেওয়ার নামে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও তার ভাই অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন বলে অভিযুক্ত করেন সরফরাজ হোসেন মৃদুল। এর আগেও মাসুদ অরুন টাকা নিয়ে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে ভারতে পার করে দিয়েছেন বলে গুজব উঠেছিলো। কিন্তু পরবর্তিতে ঢাকা থেকে র্যাব ফরাহদ হোসেনকে আটক করে।

ফলে অধিকতর যাচাই বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্টরা তদন্ত করলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে।

তবে অডিও ক্লিপে অভিযুক্ত করা জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনকে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, এর আগেও গুজব তোলা হয়েছিলো। এখনও গুজব তোলা হচ্ছে। তবে অডিওতে একজন কাউকে অভিযুক্ত করলেই সে অভিযুক্ত হয়ে গেলো না। বিষয়টি যাচাই বাছাই করার আহবান জানান তিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিনও এই অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই বাছাই করে পরবর্তি পর্ব (অডিও ক্লিপের বাকি অংশ) প্রকাশ করবে।

মেহেরপুর আদালতে আজ তোলা হতে পারে সাবেক মন্ত্রী ফরহাদকে?

মেহেরপুরে দায়ের করা হত্যা মামলায় আজ রবিবার আদালতে তোলা হতে পারে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে। কয়েকদিন ধরে এ গুঞ্জন চলছে। তবে বিষয়টি নিয়ে কোন কর্তৃপক্ষই নিশ্চিত করেনি।

মেহেরপুর জেলা কারাগার, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের কেউই নিশ্চিত করেনি বিষয়টি। মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোতে যোগাযোগ করা হলে প্রতিবারই তারা কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারী মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বিষয়টি কোর্ট পুলিশ বলতে পারবে । এটি থানার বিষয় না।

অপরদিকে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক বলেন, এটি জেল খানার বিষয়। তবে জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষের কাছেও গতকাল রাত পর্যন্ত কোন বার্তা আসেনি।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আন্ত:জেলা ডাকাত দলের তিন সদস্য গ্রেফতার

তবে ঘটনাটি পরিস্কার হওয়ার জন্য আজ রবিবার মেহেরপুর আদালতে চোখ রাখতে হবে।

কিন্তু, একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত করেছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে পুলিশের একটি টিম। তবে, এলাকায় যাতে উত্তেজনাকর কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সেকারণে এ তথ্য গোপন করা হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সরকার পতনের পর সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী এবং মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকার ইস্কাটন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-র্যাব।

৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর সাবেক এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় তিনটি এবং ঢাকার আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে।

ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। এর আগের সরকারে একই মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

আরও পড়ুন ৫২ টি মোটরসাইকেল চালককে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে মেহেরপুর-১ আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য হয়েছিলেন তিনি। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি। ২০১৪ সালে এক তরফা নির্বাচনে তিনি এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচিত হন।

গণ আন্দোলনের মুখে ৫ অগাস্ট দেশে ছেড়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। তিন দিন পর গঠন করা হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এরপর একে

একে গ্রেপ্তার হতে থাকেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ও প্রভাবশালী সংসদ সদস্যরা।

ফরহাদ হোসেন ৫দিনের রিমাণ্ডে

রাজধানীর আদাবর থানায় দায়ের করা গার্মেন্টস কর্মী রুবেল হত্যা মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রোববার তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও আদাবর থানার পরিদর্শক আব্দুল মালেক মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাকে সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো.ছানাউল্ল্যাহ তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে ফরহাদ হোসেনকে গ্রেফতার করে র্যাব।

ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ৫ আগস্ট রুবেলসহ কয়েকশ ছাত্র-জনতা সকাল ১১ টার দিকে আদাবর থানাধীন রিংরোড এলাকায় প্রতিবাদী মিছিল বের করে। এসময় পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, তাঁতীলীগ, কৃষকলীগ, মৎসজীবী লীগের নেতাকর্মীরা গুলি চালায়। এতে রুবেল গুলিবিদ্ধ হয়। নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ২২ আগস্ট আদাবর থানায় রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৫৬ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করেন। অজ্ঞাত আরও ৪০০-৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা ছাড়া এ মামলায় উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন, শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক সংসদ সদস্য, ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান, নায়ক ফেরদৌস, ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুরেও হত্যাসহ একাধিক মামলা হয়েছে। যে মামলাগুলো পুলিশকে তদন্ত দিয়েছে আদালত।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ ঢাকায় গ্রেফতার

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ফরহাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। শনিবার (১৪ সেপ্টম্বর) রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। র্যাবের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। র্যাব জানিয়েছে, গত ০৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন’কে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র‍◌্যাব।
ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে এ নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ফরহাদ হোসেন খুলনা বিএল কলেজ, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।
২০১৪ সালে একতরফা নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে রাতের ভোটে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও (যে নির্বাচনকে ডামি নির্বাচন বলে উল্লেখ করা হয়) তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।

মেহেরপুরেও তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে।

জামায়াত নেতা হত্যা মামলা: সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও সাবেক এসপিসহ আসামি ১৯

২০১৪ সালে মেহেরপুরে জামায়াত নেতা তারিক মো: সাইফুল ইসলামকে কথিত বন্ধুকযুদ্ধের নামে হত্যার ঘটনায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তৎকালীন পুলিশ সুপার একে এম নাহিদুল ইসলামসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ সোমবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতের জামায়াত নেতা তারিক মো: সাইফুল ইসলামের ভাই তাওফিকুল ইসলাম বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলায় ১৯ জনের মধ্যে চার জন্য রাজনৈতিক নেতা ও বাকি ১৫ জন পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও প্রশাসনের কর্মকর্তা রয়েছেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন তৎকালীন এ এস পি মোস্তাফিজুর রহমান, এ এস পি আব্দুল জলিল, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, সদর এসি ল্যাণ্ড ফরিদ হোসেন, গাংনী র্যাব ক্যাম্পের কামণ্ডার ক্যাপটেন আশরাফ হোসেন, ডিএডি জাহাঙ্গীর আলম, বুড়িপোতা বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার আসাদ মিয়া, ওসি ডিবি বাবুল আক্তার, সদর থানার ওসি রিয়াজুল ইসলাম, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, এ এস আই আব্দুল হান্নান, কনস্টেবল সাধন কুমার, নারদ কুমার, ডিবির কনস্টেবল জিল্লুর রহমান, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, সাবেক ইউপি সদস্য দরুদ আলী।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০১৪ সালে তারিক মোঃ সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলার সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন। পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করার

সম্ভাবনা থাকায় ভিন্ন মতের নেতৃত্বকে সমূলে বিনাশের লক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য আসামীরা পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে।

২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি দুপুরে ব্যক্তিগত কাজে তারিক মোঃ সাইফুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার ইসলামি ব্যাংকের কাছে গেলে আসামি বারিকুল ইসলাম লিজন ও দরুদ আলী সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম রসুলকে জানায়।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশে তৎকালীন পুলিশ সুপার কে এম নাহিদুল ইসলামের নির্দেশে মামলার অন্যান্য আসামিরা তারিককে আটক করে। তাৎক্ষনিক সাংবাদিকরা জানতে পেরে পুলিশ সুপারের কাছে বিষয়টি নিশ্চিত হলেও তারিকের স্ত্রী স্বামীর সন্ধানে পুলিশ সুপারের কাযার্লয়ে গেলে পুলিশ সুপার আটকের বিষয়ে অস্বীকার করেন। আটকের পর গোপনস্থানে রেখে তারিককে শারিরীক ও মানসিক নিযার্তন করে আসামিরা।

পরে রাত সাড়ে ১১ টার দিকে শহরতলী বামনপাড়া শ্বশান ঘাট এলাকায় কথিত বন্ধুকযুদ্ধের নামে একাধিক গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। পরদিন সকালে মেহেরপুর মর্গে থেকে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করে পুলিশ তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পরিবারের কাছে দেওয়া হয়নি এমনকি মামলা না করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয় এবং দ্রুত লাশ দাফনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চলতি বছরের ৫ই আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে ন্যায় বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় বাদি ন্যায় বিচারের লক্ষে আদালতে মামলা দায়ের করেন।

ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর!

৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে

যাবার পর থেকে হদিস নেই সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যদের। অনেকেই ধারনা করেন তিনি সীমান্ত ফাঁকি দিয়ে ভারত পালিয়েছেন। তবে প্রথম দিকে গুঞ্জন উঠেছিলো কানাডায় পালিয়েছেন। তবে তিনি কোথায় কেউ জানেন না। সরকার পতনের দিনই বিক্ষুব্ধ জনতা তার মেহেরপুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবার জেলার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন। নিজ দলের দুর্দিনের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কোনঠাসা করে, চাটুকার, দুর্নীতিবাজ, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে তিনি জেলার আওয়ামী রাজনীতি, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের টেন্ডার, পন্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সরকারি অফিসসমূহের নিয়োগ, বদলি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। জেলার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি অঙ্গনেও থাবা বসান।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাবলিক লাইব্রেরি, ক্রীড়া সংস্থা, ডায়াবেটিস হাসপাতালসহ, প্রেসক্লাব সর্বত্র তিনি নিজের অযোগ্য লোকদের বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যান। তার এসব অপকর্মের সহায়ক ছিলেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তার বিরোধী বলয়ের কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিলনা। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতেও বারণ করা হতো। তিন খলিফার সাথে পরামর্শক্রমে প্রশাসন চালাতেন সাবেক ডিসি আতাউল গণি, ড. মনসুর আলম খান ও বর্তমান ডিসি শামীম হাসান। পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক ও জেলা আওয়ামীলীগ যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীনদের নিয়ে ডিসির ছাদের গোলঘরে নিয়মিত অফিস শেষে সভা বসত। গত নির্বাচনের আগ মুহুর্তে অবশ্য হাসানুজ্জামান মালেকের সাথে মন্ত্রীর দুরত্ব বাড়ে, তাই এক খলিফা বাদ নতুন খলিফা শ্বাশ্বত নিপ্পনের আবির্ভাব হয়। এখান থেকে নানা পরিকল্পনা হত। ব্যতিক্রম ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। তিনি পূর্বসূরিদের অনুসরণ না করে ডিসি অফিসকে দল, মত নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত করেন। ঝিমিয়ে পড়া শিল্পকলা, ক্রীড়া সংস্থা ও পাবলিক লাইব্রেরি পুনর্গঠন ও উপযুক্ত লোক দিয়ে গতিশীল করার পরিকল্পনা করেন।যুগ যুগ ধরে শহরের ভেতর গড়ে ওঠা অবৈধ ট্রাক-বাস স্ট্যান্ড পৌর টার্মিনালে স্থানান্তরসহ নানাবিধ জনবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। https://youtu.be/_xScWUFlbRc?si=mwQgzbq2fRUe_ZCj

মন্ত্রীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে প্রশাসনকে তিনি

জনবান্ধব ও গণমুখী প্রশাসনে পরিনত করার নানা উদ্যোগ নেন। কিন্তু এসমস্ত জনবান্ধব উদ্যোগ মন্ত্রী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের রুষ্ট করে। যার ফলে মাত্র ৩ মাসের মাথায় নির্বাচনের আগেই তাকে প্রত্যাহার করে নেন। তার আগেও আরেকজন জেলা প্রশাসক ছিলেন আনোয়ার হোসেন। তিনিও মন্ত্রীর আস্থাভাজন না হওয়াতে মাত্র চার মাসে মেহেরপুর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তার আগে শফিকুল ইসলাম নামের আরেক জেলা প্রশাসককেও বছর খানেকের মধ্যে বদলি করেন ফরহাদ হোসেন।

জেলার যেকোন কর্মকর্তা নির্বিবাধে মন্ত্রী ও তার পরিবারের আদেশ নির্দেশ পালন করতেন। কেউ অন্যথা করলে তার শাস্তি ছিল অবধারিত। ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল মুলত প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর।

২০১৪ সালের পূর্বে এলাকার সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিলনা। ছিলনা রাজনৈতিক কোন পদ পদবী। এলাকায় কোন পরিচিতিও ছিলনা। হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিনাভোটের নির্বাচনে হয়ে যান এমপি। ২০১৮ সালে কথিত রাতের ভোটের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হন। ছাত্রজীবনে তার বিভাগের সিনিয়র তৎকালীন ডিসি ড. আতাউল গণির উপর ভর করে রাতের ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। প্রশাসনকে চরম দলীয়করণ তার সময়েই শুরু হয়। সর্বশেষ বিরোধীদলবিহিন একপেশে নির্বাচনেও তার পছন্দের ডিসি শামীম হাসান ও এসপি রাফিউল আলমের উপর ভর করে নির্বাচনী মাঠ সাজান। তবে, প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীর অভিযোগে নির্বাচনের আগে এসপি প্রত্যাহার হলেও থেকে যান ডিসি। তার উপর ভর করে কারচুপির নির্বাচন করে বিজয়ী হন। তবে তার পছন্দেও ডিসি শামীম হাসান এখনও মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুলকে ইতোমধ্যে বদলি করা হয়েছে। তবে নতুন এসপি পদায়ন হয়নি।

জেলার জনপ্রতিনিধিদের সাথে ফরহাদ হোসেনের বিরোধ ছিল। আওয়ামী লীগের বিরোধ নিয়ে কোন সাংবাদিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করলে তাকে বিরোধী দলের ট্যাগ দিয়ে তার সাঙ্গ পাঙ্গদের দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করতো। তার বিরোধের জের বিশেষত গাংনী আসনের এমপি শহীদুজ্জামান খোকন, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সদর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যক্রমে তার অযাচিত হস্তক্ষেপের কারনে দ্বন্ধ বিরোধের সৃষ্টি হয় ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ হওয়ার প্রেক্ষিতে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এবং তার পরিবার ও

আত্মীয়কেন্দ্রিক রাজনীতি কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।
সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, অনলাইন জুয়ার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ করবে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে। চোখ রাখুন মেহেরপুর প্রতিদিনে।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী আছেন সন্দেহে শিবপুরে তল্লাশি, পাওয়া যায়নি তাকে

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন আছেন এমন সন্দেহে মেহেরপুরের শিবপুরে একটি বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু এ সময় সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি।

গতকাল সোমবার (১৯ আগস্ট) রাত ৩টায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কবরস্থান পাড়ার একটি বাড়িতে এ অভিযান চালানো হয়।

সেখানে উপস্থিত স্থানীয়রা দাবি করেন, সোমবার রাত থেকে ফরহাদ হোসেন সেখানে অবস্থান করছেন বলে জানতে পারেন তারা।

একাধিক সূত্র থেকে এ তথ্য জানতে পেরে মেহেরপুর জেলা যুবদলের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী রাত পৌনে ১টা থেকে বাড়িটি ঘিরে রাখে এবং পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ সেখানে পৌঁছালে বাড়ির ভেতর থেকে বলা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সেনাসদস্যরা না এলে গেট খোলা হবে না।

এভাবে এক ঘণ্টারও অধিক সময় পার হয়ে গেলে সেখানে উপস্থিত হন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মুজিবনগর থানার ওসি। অতঃপর বাড়ির ভেতর থেকে গেটটি খুলে দেওয়া হলে বাড়িতে তল্লাশি করা হয়। তবে তল্লাশি করে ফরহাদ হোসেনকে পাওয়া যায়নি।

পুলিশি অভিযানকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার, আব্দুস সালম, মাসুদ, বখতিয়ারসহ প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী।

উপস্থিত জনগণ বলেন, প্রভাবশালী এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ফরহাদ হোসেন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন খবর পেয়ে তারা বাড়িটি ঘেরাও করেন এবং পুলিশে খবর দেন।

অভিযান পরিচালনায় স্বচ্ছতার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মীকে বাড়িটির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী এবং সন্ত্রাস দমন আইনে সদ্য দায়ের একটি মামলার আসামি ফরহাদ হোসেন শিবপুরের একটি বাড়িতে অবস্থান করছেন বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে আটকের জন্য বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে বাড়িতে মানুষের উপস্থিতি ছিল এমন আলামত পাওয়া গেছে।